তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪ ......

NOV 28 2002

সিলেট খুলনা ও ইসলামী ভার্সিটির বেতন দেয়াও সম্ভব হচ্ছে না

আর্থিক সংকট নিরসনে ছাত্র বেতন ও সিট ভাড়া বৃদ্ধির পরামর্শ দিলেন অর্থমন্ত্রী

শওকত হোসেন মাসুম ॥ আর্থিক সংকটে পড়ে গেছে দেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এর মধ্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট চরমে। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছে যে, জরুরীভিত্তিতে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া না হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ৩২৩ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন-ভাতা দেয়া সম্ভব হবে না। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গতকাল বুধবার অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে অর্থ বরাদ্দ চেয়েছে। এর জবাবে অর্থমন্ত্রী আপাতত আংশিক বরাদ্দ (২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

আর্থিক সংকট নিরসনে

(১ম পৃঃ পর)

মঞ্জুর করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আয় বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন বৃদ্ধি, হলের সিট ভাড়া বৃদ্ধিসহ অন্যান্য ফি বৃদ্ধি করার তাগিদ দিয়ে বলেছেন, বছরের পর বছর ধরে কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ টি এম জহুরুল হকের নেতৃত্বে কমিশনের সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয় বৃদ্ধি প্রসঙ্গে কমিশন থেকে অর্থমন্ত্রীকে বলা হয়েছে যে, এ বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বৈঠকে অর্থমন্ত্রী সাবেক সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল। রাতারাতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কারণে আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছর থেকে ২০০১-২০০২ অর্থ বছর পর্যন্ত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজেট ঘাটতির পরিমাণ হচ্ছে ৫৫ কোটি ৭১ লাখ টাকা। আর্থিক সংকটের জন্য কমিশন ৭টি কারণকে দায়ী করেছে। যেমন, চাহিদার বিপরীতে সরকারী বরাদ্দের অপর্যাপ্ততা, পেনশন সমর্পণ ও পেনশনারের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় বৃদ্ধি, বাজেট বহির্ভূত অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ, নতুন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট খোলা, পরিবহন ও বিদ্যুৎ খাতে ব্যয়ের তুলনায় আয় বৃদ্ধি, অধীনস্থ স্কুল ও কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুদান বৃদ্ধি এবং কমিশনের নীতিমালা উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নীতিমালায় পদোন্নতি ও পদোন্নয়নে প্রদান।

খুলনা, সিলেট ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে কমিশন অর্থমন্ত্রীকে জানান, এই ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ৩২৩ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের সমস্যার কারণে এই ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এই খাতে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের পর আর অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়নি। এর ফলে নতুন করে অর্থ বরাদ্দ না দিলে তাদের ঈদের আগে বেতন, ভাতা ও বোনাস দেয়া সম্ভব হবে না। এ লক্ষ্যে কমিশন অবিলম্বে ৪ কোটি ৪৪ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়ার অনুরোধ জানালে অর্থমন্ত্রী আপাতত ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেন। এ সময় অর্থমন্ত্রী সমালোচনা করে বলেন, মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পর্যন্ত কেউই অর্থ আয় করতে চান না। তারা সরকারী অর্থের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এভাবে চলা সম্ভব না।